তারিখ ... 10.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

দৈনিক বাংলা

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা

৪ঠা অক্টোবর ৮৪ তারিখের দৈনিক বাংলায় জনাব আবিদুর রহমান যে সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বাস্তবিকই সরকারী কর্মকমিশন যদি যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হয় এবং এখন পর্যন্ত তার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তবে যাঁরা সেই সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে নির্বাচিত, নিয়মিত অথবা স্থায়ী পদে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা যে অগ্রগন্য হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। বিসিএস ক্যাডার ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও ঐ সকই নিয়মের নির্দেশ রয়েছে। তবুও দেখা যাচ্ছে যে, তদানীন্তন সরকারের প্রাদেশিকীকরণ বা বর্তমান জাতীয়করণের আওতাভুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ আত্মীকৃত ও তদানীন্তন এ্যাডহক কর্মচারী (পরবর্তী নির্দেশে) নিয়মিত হওয়ার পর সিনিয়ারিটির প্রথম সারিতে বহাল হয়েছেন। সে যাই হোক, বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাকে প্রভিশনাল বলা হলেও যথা সত্বর গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাচ্ছি। আশা করি সিনিয়রিটির মৌলিক নিয়মাবলী লংঘন না করে এব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবেন যাতে কোন রকম বৈষম্য পরিলক্ষিত না হয় বা সরকারী শিক্ষকদের মনে কোন রকম ক্ষোভ বা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত না হয়।

নাইমুর রশীদ
১০, ওয়ারী, ঢাকা।

বস্ত্র দফতরের বক্তব্য

অতাঁতীদের ৭০ হাজার পাসবই দেয়া হয়েছে। শিরোনামে দৈনিক বাংলায় ৩০শে অক্টোবর তারিখে তাঁত গণ্য সমিতি কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের উপর যে প্রতিবেদন হয়েছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বস্ত্র দফতরের কিছু দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা ও টাউট দালালের সহায়তায় প্রায় ৬০/৭০ হাজার পাসবই অতাঁতী ও ভুয়া তাঁতীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র দফতর কর্তৃক অতাঁতী বা ভুয়া তাঁতের উপর কোন পাসবই প্রদান করা হয়নি। বস্ত্র দফতর ও হ্যান্ডলুম বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জরীপ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই বস্ত্র দফতর কর্তৃক তাঁতীদের তাঁতের উপর পাসবই ইস্যু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ জালিয়াত ও প্রতারক ব্যক্তি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তাদের ভুয়া তাঁতের উপর বস্ত্র দফতর কর্তৃক পাসবই নিতে ব্যর্থ হয়ে অসৎ পথে পাসবই ছাপিয়ে বস্ত্র দফতরের কর্মকর্তাদের সীল স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংক থেকে ঋণের টাকা উত্তোলন করতে সমর্থ হয়। এব্যাপারটি বস্ত্র দফতরের গোচরীভূত হলে আইন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে অবগত করা হয় এবং আইন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সব দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আরো উল্লেখ্য পাসবই জালের খবর পাওয়ার পর বস্ত্র দফতর পূর্বের পাসবইয়ের উপর ঋণ প্রদান বন্ধ রেখে বর্তমানে নতুন সিকিউরিটি পেপারে ছাপানো পাসবই প্রবর্তন করেছে এবং এই পাসবই ইস্যু করে বস্ত্র দফতর থেকে সরাসরি ব্যাংকে প্রেরণ করা হচ্ছে—যাতে জালিয়াতি বন্ধ করা সম্ভব হয়। এবং অতাঁতীরা ভুয়া তাঁতের উপর কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করতে সমর্থ না হয়।

মেজর এ কে এম আখতারুজ্জামান
(অবঃ)
পরিচালক,
বস্ত্র দফতর ঢাকা-৫।

জনমত

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের গ্রেডেশন

সরকার ইদানীং সরকারী বেসরকারী কলেজের কর্মচারীদের মানোন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা শুভ। কিন্তু জাতীয়কৃত কলেজ কর্মচারীদের সঙ্গে সরকারী কলেজ কর্মচারীদের একত্রিত করে যে গ্রেডেশন করা হয়েছে তাতেই সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা।

বলা বাহুল্য কর্মকমিশনের মাধ্যমে চাকরিতে প্রবেশকালকেই ধরা হয় সিনিয়রিটির মূল ভিত্তি। বিসিএস ক্যাডারেও ঐ নীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এই চাকরিবিধি লংঘন করে সুযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের (যাঁরা কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত নিয়মিত ও বিসিএস ক্যাডারভুক্ত) জাতীয়কৃত কলেজ কর্মচারীদের চেয়ে জুনিয়র করা হয়েছে তথাকথিত এফেক্টিভ সার্ভিসের জোরে। এমনকি সরকারী কলেজে প্রবেশের পর অনেকে কর্মকমিশনের ইন্টারভিউ বোর্ডের দ্বারা অনির্বাচিত ও অস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কমিশনের নির্বাচিত ও স্থায়ী পদের অধিকারী সুযোগ্য সরকারী কলেজ কর্মচারীর চেয়ে অগ্রগণ্য হয়েছেন। তাই জাতীয়কৃত কলেজ বা এডহক কর্মচারীদের নিয়মিত করণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চাকরিতে প্রবেশের কালকেই মাপকাঠি নির্দেশ নিতান্তই অযৌক্তিক। বিসিএস ক্যাডারের ক্ষেত্রেও স্থায়ী পদের অধিকারী বিধায় ১৯৮০ সালে যাঁরা ক্যাডারভুক্ত হন তাঁদের আবার ১৯৮৪ সালে অস্থায়ী কর্মচারীদের সঙ্গে এক করে ক্যাডারভুক্ত করে জুনিয়র করা হয়েছে। কিন্তু এটাও আইনের পরিপন্থী। কারণ যোগ্যতার অধিকার রাখতেই হবে।

তাই এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আশা করবো যে অচিরে এই সমস্যা দূরীভূত হবে এবং সিনিয়রিটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কারচুপি থাকবে না।

—শামসুদ্দীন আহমেদ
খিলগাঁও ঢাকা।

জনাব দেবাশীষ সাহা আমার লিখিত একটি পত্র প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। সে সম্পর্কে দু'চার কথা আবার লিখতে হল। তিনি বলেছেন, যথার্থ পদ্ধতি বলতে আমি কি বুঝিয়েছি তা তিনি বুঝতে অক্ষম। একজন শিক্ষার্থীর বয়স, প্রস্তুতি, অনুশীলন, মন-মানসিকতা বিবেচনা করে শিক্ষককে শিক্ষাদানের কৌশল নির্ণয় করতে হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষকের নিজের যোগ্যতা প্রস্তুতি, ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ এগুলোও বিবেচনায় আসবে। সেজন্য যথার্থ পদ্ধতির ব্যাখ্যা খবরের কাগজের কলামে ব্যাখ্যা করা জটিল এবং প্রায় অসম্ভব, কারণ এখানে যার উদ্দেশে বলা বা লেখা হচ্ছে তাকে জানা বেশ শক্ত। এই যেমন আপনার, আমার এবং খবরের কাগজের মধ্যে কত রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি লিখলাম পিয়াজে (Piaget) ছাপা হল লিয়াজে, আর আপনিও সেই ভুল ছাপাটাকেই ঠিক ধরে নিয়ে চিঠি লিখলেন। তারপর দেখুন, আমি ভেবেছিলাম যোগ ও গুণের সংযোগ নিয়ম: (২+৩)+৪ = ২+(৩+৪) অথবা (২×৩)×৪ = ২×(৩×৪) অথবা বণ্টন নিয়ম: (যোগের উপর গুণের) ২(৩+৪) = ২×৩+২×৪ এসব প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বা বক্তৃতা দেওয়ার নিয়ম ও আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন দেখছি এসব নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন এবং গণিতের এসব সর্বজন গৃহীত মূলনীতি নিয়ে

এরপরে আপনি একটি স্বাভাবিক সংখ্যা প্রগমনের রাশি নির্ণয়ের নিয়মটির প্রশ্নও তুলেছেন। এটি আরোহী পদ্ধতির একটি সহজ প্রয়োগ।

এখন যদি প্রশ্ন তোলেন, আরোহী পদ্ধতি কাকে বলে, তবে যে ব্যাখ্যা আমি দেব তা হয়ত আপনার বোধগম্য নাও হতে পারে। তাই একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি, আশা রাখছি এটি হয়ত আপনার মনে তর্ক তুলবে না। ধরুন, আপনাকে যদি ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৫ পর্যন্ত চিহ্নিত নোট দেওয়া হয়, তবে আপনার নিকট নোটের সংখ্যা ক'টি হবে? ১, ২, ৩, ৪, ৫ বা পাঁচটি। এ সংখ্যাটি আপনি ৫−১ = ৪, এবং ৪+১ এভাবেও পেতে পারেন এভাবে ১থেকে ৫১ পর্যন্ত ক'টি নোট হবে, তাও ৫১−১ = ৫০ এবং ৫০+১ ৫১ এভাবেও পেতে পারেন। এবার যদি ১+৩+৫ -- -+১৭ প্রগমনে ক'টি রাশি থাকবে তা জানতে চাওয়া হয়, আপনি কি করবেন? ঐ একইভাবে নিয়মটি বের করবেন, ১৭−১=১৬, ১৬÷২ = ৮ এবং ৮+১=৯ ইত্যাদি। কেন করেন, তার যুক্তি হল, তা জানা সকল ক্ষেত্রে খাটে এবং যে কোন সংখ্যা X এর জন্য সত্য হলে, X+1 এর জন্যও সত্য হয়। জানি না এ পদ্ধতিটি আপনার জন্য যথার্থ হল কি না।

দেবাশীষ সাহাকে এবং তাদের মত যাঁরা খবরের কাগজের মাধ্যমে শিক্ষা সমস্যার সমাধান খুঁজছেন, তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি লাইব্রেরী এবং গবেষণাগার ব্যবহার করতে। এ নীতির পরিসরে ইঙ্গিত করে তা সম্ভব হচ্ছে তা প্রকাশ করার সংক্ষিপ্ত ভাষা আমার জানা নেই। তবে ব্রুনার, আওবেল, মিলার এবং পিয়াজের অনুবাদ পড়ে দেখতে পারেন।

এ সম্পর্কে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হবেনা।—সম্পাদক

করবী মজুমদার,
ধানমণ্ডি, ঢাকা।